সংবাদ

তারিখ ..22 NOV 2015...
পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৪

তিন প্রা. শিক্ষা কর্তার বিরুদ্ধে মামলার অনুমোদন দুদকের

প্রতিনিধি, পাকুন্দিয়া (কিশোরগঞ্জ)

ভুয়া মুক্তিযোদ্ধা সনদে পোষ্য কোটায় ১৫৮ জনকে শিক্ষকের চাকরি দেয়ার অভিযোগে কিশোরগঞ্জের পাকুন্দিয়া উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের অফিস সহকারি মো. আবদুল হকসহ তিনজনের বিরুদ্ধে পৃথক দুটি মামলা অনুমোদন করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। অপর দুই আসামি হচ্ছেন জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার মোদাচ্ছের হোসেন ও নিকলী উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের সহকারি মো. আবুল কালাম। অতিসম্প্রতি দুদক এ অনুমোদন দেয়। দুদকের উপ-সহকারী পরিচালক নেয়ামুল আহসান গাজী বাদী হয়ে শিগগির এজাহার দায়ের করবেন বলে জানা গেছে। জানা যায়, ২০০৮ ও ২০০৯ সালে দুই দফায় ১৫৮ জনকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষক পদে চাকরি দেন অভিযুক্ত তিন ব্যক্তি। শিক্ষক নিয়োগে তারা অভিনব জালিয়াতির আশ্রয় নেন। প্রথমে তারা আবেদনকারি আসল মুক্তিযোদ্ধা ও পোষ্যদের সনদ ছিঁড়ে ফেলেন এবং অফিসে বসেই কিছু ভুয়া মুক্তিযোদ্ধা সনদ তৈরি করেন। পরে আসল মুক্তিযোদ্ধা ও পোষ্য প্রার্থীদের সঙ্গে ভুয়া পোষ্যদের আবেদন সংযুক্ত করে শিক্ষক নিয়োগ প্রদানকারি কর্তৃপক্ষের কাছে ভুল হয়েছে বলে ফরোয়ার্ডিং পাঠান। কর্তৃপক্ষ সরল বিশ্বাসে প্রকৃত পোষ্যদের সঙ্গে ভুয়া মুক্তিযোদ্ধা ও পোষ্যদের কোটায় নিয়োগপত্র দেন। বিনিময়ে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার ও দুই অফিস সহকারি প্রার্থীদের কাছ থেকে দুই থেকে তিন লাখ টাকা করে হাতিয়ে নেন। নিয়োগপ্রাপ্তরা বিভিন্ন স্কুলে যোগদানও করেন। পরে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তদন্তে জালিয়াতির বিষয়টি ধরা পড়ে। সত্যতা মেলায় তাৎক্ষণিক জেলা শিক্ষা অফিসার মো. মোদাচ্ছের হোসেনকে চাকরিচ্যুত করা হয় এবং দুই অফিস সহকারি মো. আবদুল হক ও আবুল কালামকে অন্য জেলায় বদলি করা হয়। সেখান থেকে বদলি হয়ে বর্তমানে মো. আবদুল হক পাকুন্দিয়া ও আবুল কালাম নিকলী উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসে কর্মরত রয়েছেন। এদিকে গত ৩ ও ৪ নভেম্বর বেশ কয়েকটি জাতীয় ও স্থানীয় পত্রিকায় অফিস সহকারী আবদুল হকের বিরুদ্ধে অনিয়ম ও দুর্নীতির সংবাদ প্রকাশিত হয়। এ বিষয়ে বিভাগীয় তদন্ত চলছে।